# দেবী তীর্থ কামরূপ কামাখ্যা

# দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা

**পি. এ. ফিল্মসের সশ্রদ্ধ নিবেদন**

পরিচালনা : **মানু সেন** * চিত্রনাট্য : **বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র** * গীতিকার : **প্রণব রায়** * সঙ্গীত : **অনিল বাগচি**
আবহ সঙ্গীত : কালিপদ সেন ॥ চিত্রগ্রহণ : বিভূতি চক্রবর্ত্তী ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত ॥ শিল্প নির্দেশক : সুনীল সরকার
প্রধান সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জি ॥ সম্পাদক : অনীত মুখার্জি ॥ ব্যবস্থাপনায় : অনাদি বন্দোপাধ্যায় ও প্রভাত দাস
রূপসজ্জায় : মনোতোষ রায় ও গৌর দাস ॥ সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই, গোবর্দ্ধণ রক্ষিত ॥ দৃশ্যঅঙ্কণ : কবি দাস গুপ্ত
স্থির চিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ ॥ প্রচার : বাগীশ্বর ঝা ॥ দৃশ্য সজ্জা : গোপী সেন ॥ সঙ্গীত ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
কণ্ঠ সঙ্গীত : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ॥ আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, তারাপদ, সুভাস, সুনীল ॥

●

**—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—**

ডাঃ নন্দলাল পাল ( জে. পি ), বিমল মৈত্র, নীলু কাকুতি, অশোক মৈত্র, গোপাল শর্মা।
টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও প্রাইভেট লিঃ ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে, আর. সি. শব্দযন্ত্রে গৃহীত।
মোহিনী তরফদারের তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবোরেটারীতে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশনায় : **মিতালী ফিল্মস্ প্রাঃ লিমিটেড**

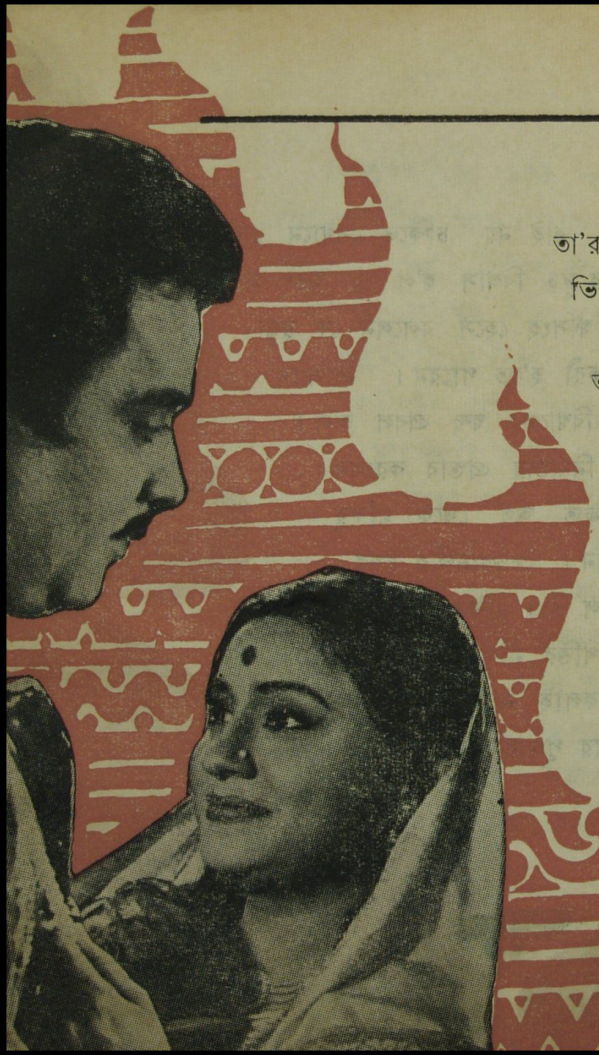

বহুদিন পূর্বে পূর্ব ভারতের এক পাহাড়ী রাজ্যে রাজা বিশ্বসিংহ রাজত্ব করতেন। তা'র কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবসিংহ ছিল তা'র পরম প্রিয় কিন্তু দুই ভাইয়ের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্বসিংহ ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী আর শিবসিংহ ভক্তিমান ও ঈশ্বরবিশ্বাসী।

একদিন দুই ভাই মৃগয়া করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেললেন। পথক্লান্ত, আহত হয়ে তা'রা জলের সন্ধান করতে করতে এক বৃদ্ধার সাহায্যে একটি জলকুম্ভের সাক্ষাৎ পেলেন। কিন্তু জলকুম্ভের জলের অতি কদর্য্য রং দেখে তা' পান করতে অস্বীকার করলে বৃদ্ধা জানাল যে কুম্ভের জলের গুণ দেবীর কৃপায় অসামান্য। বিশ্বসিংহের তা'তেও বিশ্বাস হল না, তখন বৃদ্ধা রমণী খানিকটা জল নিয়ে আহত শিবসিংহের ক্ষতস্থানে ছিটিয়ে দিতেই তা' মিলিয়ে গেল। শিবসিংহ পরমভক্তি সহকারে জল পান করে অমৃতের আস্বাদ পেলেন এবং তৃষ্ণার্ত দাদাকেও পান করতে অনুরোধ করলেন। বিশ্বসিংহও জলপান করে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। শিবসিংহ তা'র একটি অঙ্গুরীয় খুলে বৃদ্ধাকে পুরস্কৃত করতে গেলে সহসা তা' কুম্ভের জলে পড়ে গেল। শিবসিংহ অঙ্গুরীয়টি উদ্ধার করতে চেষ্টা করলে বৃদ্ধ তা'কে বিরত করে বললেন যে অঙ্গুরীয় আর সেখানে পাওয়া যাবে না। যদি আকাঙ্খা থাকে তবে কোনদিন তা কাশীর ঘাটে আংটিটি ফিরে পাবে। বিশ্বসিংহ বৃদ্ধার কথা মোটে বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু একদিন কাশীর গঙ্গার ঘাটে দুই ভাই স্নান করতে গিয়ে

হারাণো আংটি-টি ফিরে পেলেন। শুধু তাই নয় চকিতে সেখানে সেই বৃদ্ধা রমণীকেও দেখতে পেলেন। শিবসিংহের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে স্বয়ং মা কামাক্ষ্যাই তাদের কৃপা করেছেন কিন্তু বিশ্বসিংহ হেসে বললেন যে বৃদ্ধা রমণী কোন দেবী নন—মায়াবিনী যাদুকরী হ'তে পারেন। প্রাসাদে ফিরে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব প্রবল হ'ল। শিবসিংহ ঐ পাহাড়ে একটি মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব করলেন। বিশ্বসিংহ তা'কে তা'র স্বোপার্জ্জিত অর্থ থেকে মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা পূরণ করতে বললেন। দেওয়ানজীর উপর মন্দির নির্মাণের ভার অর্পিত হ'ল এবং মন্দির নির্মাণ শুরু হ'ল। নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে মন্দির নির্মাণ শেষ হল। কেন্দুকেলাই নামে এক পরম সাধুর উপর মন্দিরের পূজার সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হ'ল।

কেন্দুকেলাইয়ের ভক্তি ও একনিষ্ঠ সাধনায় জাগ্রতা হয়ে উঠলেন দেবী। দেওয়ানজীর ইচ্ছা ছিল রামেশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ মন্দিরের পূজারী হন। কিন্তু রামেশ্বরকে শুধু মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্বাবধানের ভার দেওয়া হ'ল। কূটচক্রী রামেশ্বর সর্বদা কেন্দুকেলাইকে অপদস্ত করার চেষ্টায় রইলেন। কেন্দুকেলাইয়ের সাধনা ও অলৌকিক ক্ষমতার কথা সর্বত্র প্রচারিত হ'তে দেশবিদেশ থেকে ভক্তের দল আসতে শুরু করল কামাখ্যা-পীঠে। কেন্দুকেলাই গভীর রাত্রে পূজায় বসেন আর দেবী কামাখ্যা বালিকা বেশে আবির্ভূতা হয়ে আরতির সময় নৃত্য করেন। রামেশ্বর ওদিকে কেন্দুকেলাই নামে রটনা করতে লাগল যে কুমারী পূজার নামে কেন্দুকেলাই মন্দিরে নানা কুকীর্তি করছেন।

তখন বিশ্বসিংহ গত হয়েছেন। শিবসিংহ ও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন—রাজত্ব করছেন বিশ্বসিংহের জ্যেষ্ঠ সন্তান নরনারায়ণ। তা'র সেনাপতি বীর চিলারায়। দুজনে মিলে রাজ্য

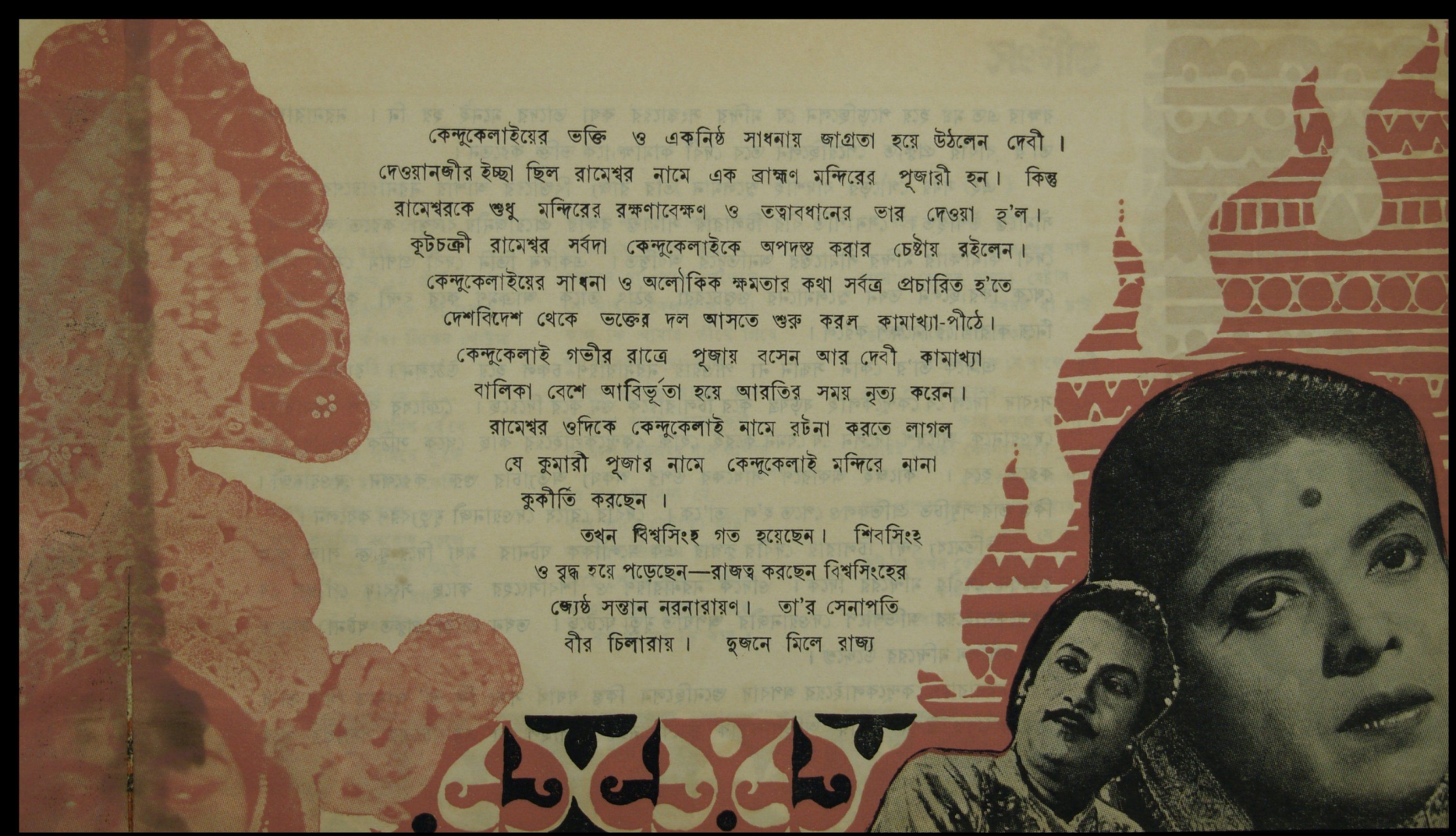

রক্ষার এত মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে মন্দির সংস্কারের কথা তাদের মনেই হয় নি। নরনারায়ণও তা'র বাবার প্রকৃতি পেয়েছিলেন তবে দেবী কামাক্ষ্যাকে ভক্তি করতেন।

এই সময় গৌড়ের বাদশাহ সুলেমান তার রাজ্য বিস্তারের আশায় নরনারায়ণের রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত। সেনাপতি বীর চিলারায় সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে লাগলেন। দেবী কামাক্ষ্যার মন্দির সীমান্তের অনতিদূরে অবস্থিত। একদিন তিনি দেবী প্রণাম সেরে মন্দির থেকে ফিরছিলেন তখন সুলেমানের গুপ্তচরেরা হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে বন্দী করে গৌড়ে নিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করলে।

এদিকে তা'র কোন সন্ধান না পাওয়ায় নরনারায়ণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। রামেশ্বর এসে সংবাদ দিলে যে কেন্দুকেলাই ষড়যন্ত্র করে চিলারায়কে গুম করে দিয়েছে। ক্রোধের বশে নরনারায়ণ দেওয়ানকে আদেশ দিলেন যে যেমন করেই হোক কেন্দুকেলাইয়ের কাছ থেকে সঠিক সংবাদ বের করতে হবে। কাজেই অকারণে সাধকের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করলেন দেওয়ানজী। কিন্তু তার সমুচিত প্রতিফলও পেতে হ'ল তা'কে। দেবীর রোষে দেওয়ানজী মৃত্যুবরণ করলেন।

ইতিমধ্যে বন্দী চিলারায় দেবীর কৃপায় এক অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে মুক্তি লাভ করে ছুটলেন দেবীর মন্দিরের দিকে। ওদিকে নরনারায়ণ ও শিবসিংহের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে কেন্দুকেলাইয়ের অভিশাপে দেওয়ানজীর অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে। তখন তা'রা প্রকৃত ঘটনা জানতে ছুটে চললেন মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

নরনারায়ণ কেন্দুকেলাইয়ের অপবাদ শুনেছিলেন কিন্তু যথার্থ সত্য কি তা' জানতে গিয়ে তা'র ও রাজবংশের উপর দেবীর অভিশাপ কি ভাবে নেমে এসেছিল তা' এই চিত্রের সমাপ্তির পূর্বে দেখতে পাবেন।

# সংগীত

( ১ )

পথের দিশা বলে দে মা
পথ হারিয়ে মরছি কেঁদে
সব তীর্থের সার যে তীর্থ
তোর সেই চরণে দে পেঁাছেদে
আমি নিজে বাঁধা নিজের খোটায়
কেবল ঘুরে মরি যে হায়
বাঁধন দড়ি খুলে দে না—
আর কেন মা রাখিস বেঁধে
মাগো তোরে পাইনে খুঁজে
পেয়েও তবু হারিয়ে ফেলি
অন্ধকারে চক্ষু বুজে
আর কতদিন অবোধ ছেলে
থাকতে পারে মাকে ফেলে
এ, জন্ম কি বৃথাই যাবে
কেঁদে কেঁদে এ বিচ্ছেদে ।

( ২ )

আমার মায়ের নামটি দয়াময়ী
ভোলানাথ বাবার নাম
যেখানে মা কোল পেতেছে
সে আমার কৈলাস ধাম ।।
কাজ কি আমার তীর্থে গিয়ে
ঘুরবো কেন গয়া কাশী
আমার হৃদপদ্ম আলো করে
দাঁড়িয়ে আছে এলোকেশী
পদতলে ভক্তিভ্রমর নাম জপিছে
অবিরাম ।।
মন্ত্র তন্ত্র জানিনা যে,
শাস্ত্র পাঠে নেইকো রুচি
সদানন্দে বিভোর হয়ে
মায়ে পোয়ে সুখে আছি
আকুল হয়ে ডাকলে পরে
মা কখনো হয় কি বাম ।

( ৩ )

কে বলে পাষানী তুই
দয়ার অন্ত নাই
অবোধ ছেলের বায়না মেটাস
যখনই যা চাই
ছেলের ব্যথা এলোকেশী
তোর বুকে যে বাজে বেশী
এমন স্নেহ ত্রিভুবনে
কার কাছে বা পাই
তোরই দেওয়া খেলনা পেয়ে
তোরেই ভুলে থাকি
তুই খেলনা কেড়ে নিলে আবার
মা বলে যে ডাকি
তুই মা তখন কোলে নিয়ে
কান্না আমার দিস ভুলিয়ে
কাঁদাস মোরে মাগো তোরে
পাছে ভুলে যাই ।।

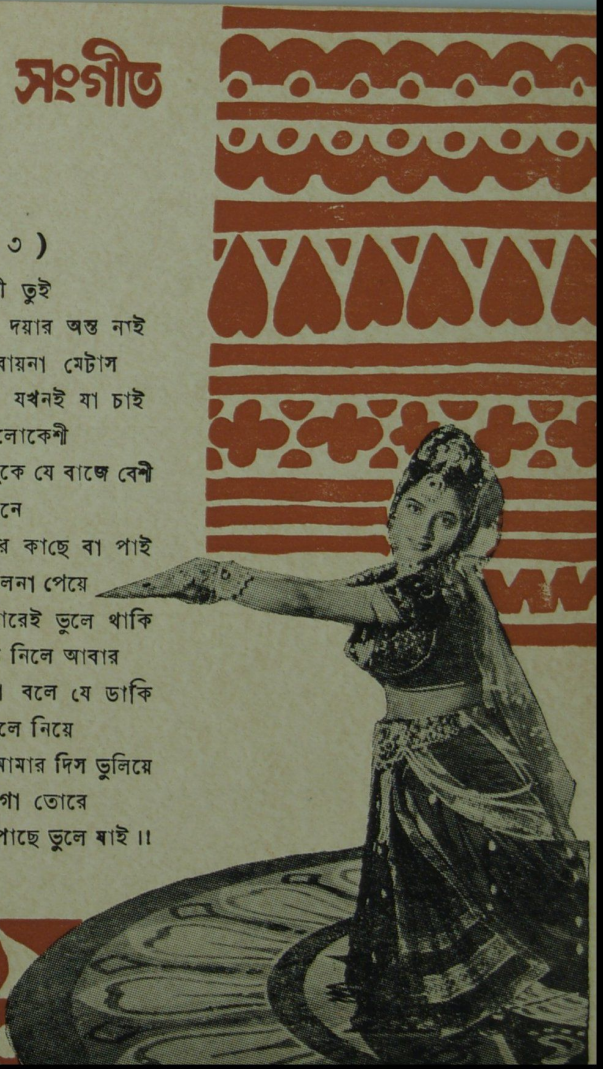

## —রূপায়ণে—

গুরুদাস, কমল মিত্র, অসিত বরণ, মহেন্দ্র গুপ্ত, গঙ্গাপদ বসু, শিশির মিত্র, দিলীপ রায়, শ্যাম লাহা, মনি শ্রীমানি, নৃপতী চ্যাটার্জ্জি, প্রবীর কুমার, মাঃ চিনা, ধীরাজ দাস, রাজা মুখার্জি, হরিদাস, প্রীতি মজুমদার, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখার্জি, শ্যামাপ্রসাদ, জগন্নাথ, সুবোল, ভবতোষ, আশীষ মুখার্জি, মাঃ দিলীপ, ননী মজুমদার সাধন গুহ, দিলীপ রায় চৌধুরী, নবকুমার, রথীন ঘোষ, কুমুদরঞ্জন, বুবি মুখার্জি

ভারতী দেবী, যমুনা সিংহ, রেণুকা রায়, গীতা দে, গীতা প্রধান, সবিতা চ্যাটার্জি, শমিতা বিশ্বাস, সীমা রায়চৌধুরী বেবী গুপ্তা, বনানী চৌধুরী, আশালতা, রত্না ঘোষাল, মমতা, কৃষ্ণা, দীপালি, প্রফুল্লবালা, বেলাদেবী ইত্যাদি।

●

## —সহকারীগণ—

পরিচালনায় : নারায়ণ দাসগুপ্ত, প্রিয়লাল মুখোপাধ্যায় ॥ চিত্রগ্রহণে : বীরেন ভট্টাচার্য্য, বাউরী বন্ধু ॥ শব্দগ্রহণে : সৌমেন চট্টোপাধ্যায় ও বাবাজী শ্যামল ॥ ব্যবস্থাপনায় : প্রদীপ চ্যাটার্জ্জি ও হাবুল রায় ॥ দৃশ্য অঙ্কণে : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত ও শব্দপুনর্যোজনায় : বলরাম বাড়ুই ॥